সুনান আদ-দারাকুতনী

হাদিস নাম্বারঃ ৫৮৬

১. পবিত্রতা (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ৫৮. নামাযরত অবস্থায় অট্টহাসি সম্পর্কিত হাদীস এবং তার ত্রুটিসমূহ

بَابُ أَحَادِيثِ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِلَلِهَا

আরবী

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، نَا إِبْرَاهِيمُ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، نَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ ـ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الذَّيَّالِ ـ عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ..... " مِثْلَهُ . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ قَتَادَةَ اتَّفَقَ عَلَيْهِ مَعْمَرٌ وَأَبُو عَوَانَةَ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، فَرَوَوْهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَتَابَعَهُمْ عَلَيْهِ : سَلْمُ بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ عَنْ قَتَادَةَ فَأَرْسَلَهُ ؛ فَهَؤُلَاءِ خَمْسَةُ ثِقَاتٍ رَوَوْهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مُرْسَلًا
وَأَيُّوبُ بْنُ خُوطٍ ، وَدَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ كُلُّهُمْ مَتْرُوكُونَ ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِرِوَايَتِهِ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُخَالِفٌ ، فَكَيْفَ وَقَدْ خَالَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ ثِقَاتٍ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ
وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَهُوَ بَعِيدٌ مِنَ الصَّوَابِ أَيْضًا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ مَتْرُوكٌ ، وَالرَّاوِي لَهُ عَنْهُ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا ، وَقَدْ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّيُّ الْمَعْرُوفُ بِسَنْدَلٍ ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْكَرِيمِ

বাংলা

৫৮৬(১০). উসমান (রহঃ) ... কাতাদা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা পৌঁছেছে এবং কাতাদা (রহঃ) থেকে এটাই সহীহ বর্ণনা।

এ বিষয়ে মামার, আবু আওয়ানা (রহঃ), সাঈদ ইবনে আবু আরূবা, সাঈদ ইবনে বাশীর ও ফারওয়া-কাতাদা-আবুল আলিয়া (রহঃ) সূত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করেছেন কাতাদা-আবুল আলিয়া (রহঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাদের অনুসরণ করে সাল্লাম ইবনে আবুয যিয়াল (রহঃ) কাতাদা সূত্রে এই হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এই পাঁচজন রাবী নির্ভরযোগ্য (ছিকাহ) এবং তারা এই হাদীস কাতাদা-আবুল আলিয়া (রহঃ) সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

আইউব ইবনে খাওয়াত, দাউদ ইবনুল মুহাব্বির, আবদূর রহমান ইবনে আমর ইবনে জাবালা ও আল-হাসান ইবনে দীনার সকলেই পরিত্যক্ত রাবী। এদের মধ্যে কারো হাদীসই দলীলযোগ্য নয়, যদি তার বিপরীত কিছু নাও থাকে। অতএব কিভাবে তাদের হাদীস দলীলযোগ্য হবে? অথচ এদের প্রত্যেকেই কাতাদা (রহঃ)-এর পাঁচজন নির্ভরযোগ্য সহচরের বিপরীত করেছেন।

আল-হাসান-আবুল মালীহ-তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আল-হাসান ইবনে দীনারের হাদীসটিও যথার্থ হওয়ার অনেক দূরে। এ হাদীসের ক্ষেত্রে কেউ তার অনুসরণ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। এই হাদীস আবদুল কারীম আবু উমায়্যা (রহঃ) আল-হাসান-আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল কারীম হলেন পরিত্যক্ত রাবী এবং তার থেকে বর্ণনাকারী রাবী আবদুল আযীয ইবনুল হুসাইন (রহঃ)-ও হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

এই হাদীস উমার ইবনে কায়েস আল-মাক্কী যিনি সানদাল নামে প্রসিদ্ধ, তিনিও দুর্বল রাবী এবং তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। তিনি আমর ইবনে উবায়েদ-আল-হাসান-ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল কারীম (রহঃ)-এর হাদীস নিম্নরূপঃ

হাদিসের মান: তাহকীক অপেক্ষমাণ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বর্ণনাকারীঃ কাতাদাহ (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=80375

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন